২০/৮/২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

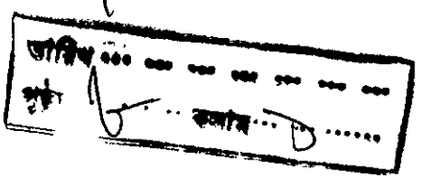

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ৬ ...

লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে ঢাঃ বিঃ ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আহূত লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজমান ছিল। গত শনিবার সূর্যসেন হলের দুই ছাত্রলীগ কর্মী প্রহৃত হওয়ার জের ধরে গতকাল ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

গতকালও ঢাঃ বিঃ ক্যাম্পাস ছিল উত্তপ্ত

৮-এর পৃষ্ঠার পর

ধর্মঘটের কারণে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। লাইব্রেরীসহ প্রধান প্রধান ভবনসমূহ তালাবদ্ধ ছিল। ছাত্রদল ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল-সমাবেশ এবং ছাত্রলীগ নিহত ফিরোজ স্মরণে শোক র‍্যালি করে। সমাবেশে ছাত্রদল নেতারা বলেন, হলে হলে বহিরাগত রেখে সহাবস্থান সম্ভব নয়।

গত শনিবার চারুকলা ইনস্টিটিউটের সামনে ছাত্রদল কর্মীদের হাতে সূর্যসেন হলের দুই ছাত্রলীগ কর্মী প্রহৃত হওয়ার জের ধরে গতকাল সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা অনেকটা যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে গতকাল ক্যাম্পাসে আসে। ছাত্রলীগের হাই কমান্ড থেকে ছাত্রদলের ওপর হামলার পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের দৃঢ়চেতা মনোভাবের কারণে কোন ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। বেলা আড়াইটার দিকে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা মিছিল ও সমাবেশ শেষে মধুর কেন্টিনের ভেতরে বসতে চাইলে ছাত্রলীগ কর্মীরা বাধা প্রদান করে।

ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা এ সময় মধুর ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এলে মুহসীন হলের ছাত্রলীগ সভাপতি শফিক, ছাত্রলীগের ক্যাডার নেতা শিমুল ও আরিফের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছাত্রদলের পিছু পিছু বেরিয়ে আসে। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এ সময় অনেকটা আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করলে মৃদু উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে ছাত্রদল ক্যাম্পাস ত্যাগ করায় কোন অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটেনি।

ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে তারা আমতলায় সমাবেশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল সভাপতি মনির হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, আজীজুল বারী হেলাল, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, আবদুল বারী ড্যানী, শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, হায়দার আলী লেলিন, আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ।

সমাবেশে সাহাবুদ্দীন লাল্টু বলেন, ছাত্রদল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে। তিনি বলেন, হলে হলে বহিরাগত রেখে সহাবস্থান সম্ভব নয়। অস্ত্রের সাথে মেধার সহাবস্থান হতে পারে না। আর নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সচল থাকতে পারে না। ছাত্রলীগ নেতা ফিরোজের হত্যার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল অস্ত্র মজুদ রয়েছে। ফিরোজের রক্তের দায়-দায়িত্ব আওয়ামী ভিসি আজাদ চৌধুরীকেই বহন করতে হবে। লাল্টু বলেন, আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগের পর ছাত্রদল আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে চিন্তা করবে।

সভাপতির বক্তব্যে মনির হোসেন বলেন, ছাত্রদলের সকল দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট চলবে। সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।

ছাত্রলীগের শোকর‍্যালি

জিয়া হলে নিহত ছাত্রলীগ নেতা ফিরোজ স্মরণে ছাত্রলীগ গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শোকর‍্যালি ও সমাবেশ করে। র‍্যালিটি বেলা সাড়ে ১২টায় মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী, অজয় কর খোকন, আমিনুল ইসলাম, বলরাম পোদ্দার, আনিসুর রহমান, লিয়াকত সিকদার, রফিকুল ইসলাম, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, সাহাবুদ্দিন নাসির প্রমুখ র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন। পরে বটতলায় অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ফিরোজ হত্যাকারীদের গ্রেফতার, বিচার দাবী করে বলেন, অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে বহন করতে হবে।